সম্বন্ধ-তত্ত্ব

সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়কে বলে সম্বন্ধ-তত্ত্ব। যাঁহা হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, যাঁহাতে সমস্ত জগৎ অবস্থিত, তিনিই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ১।১।২॥"-এই বেদান্তসূত্র হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়, আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ।

"ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্ ইদং সর্ব্বং তস্য উপব্যাখ্যানম্। ভূতম্ ভবদ্ ভবিষ্যদ্ ইতি সর্ব্বম্ ওঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম্ তদপি ওঙ্কার এব। সর্ব্বম্ হি এতদ্ ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম। এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥ মাণ্ডুক্য উপনিষৎ॥—ওঙ্কারই অক্ষর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান্—এই ত্রিকালের প্রভাবাধীন এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ এই ওঙ্কারই, ওঙ্কার হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ত্রিকালের অতীত যাহা, তাহাও ব্রহ্ম। এই সমস্তই ব্রহ্ম। ইনিই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বযোনি, সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশের হেতুভূত।" তৈত্তিরীয় উপনিষৎও বলেন—"ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্ব্বম্॥ ১।৮॥—ওঙ্কারই ব্রহ্ম। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎও ওঙ্কার বা ব্রহ্ম।"

উল্লিখিত মাণ্ডুক্য-শ্রুতি হইতে জানা গেল—ত্রিকালের প্রভাবাধীন যাহা কিছু (অর্থাৎ এই অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড), তৎসমস্তই ব্রহ্ম; এবং ত্রিকালের অতীত যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তও ব্রহ্ম। কিন্তু ত্রিকালের অতীত কি বস্তু? প্রাকৃত জড় ব্রহ্মাণ্ডই কালের প্রভাবাধীন। শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যাইতেছে, প্রাকৃত জড়ব্রহ্মাণ্ডের অতীতও কিছু আছে। যাহা প্রাকৃত জড়ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, তাহা হইবে অপ্রাকৃত, চিন্ময়। যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহা আমাদের চিন্তার অতীত, অচিন্ত্য। প্রকৃতিভ্যঃ পরম্ যস্ত তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্। অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগদ্ধামাদিও হইল কালের প্রভাবের অতীত। শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—তৎসমস্তও ব্রহ্মই।

এই অনন্ত অচিন্ত্য বৈচিত্রীময় জগতের সৃষ্টি-আদি যাহা হইতে সম্ভব, সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্। "অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য অনেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়া-শ্রয়স্য মনসাপি অচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ ভবতি তদ্ ব্রহ্ম॥ ১।১।২॥ বেদান্তসূত্রের শঙ্করভাষ্য।" পূর্ব্বোদ্ধৃত মাণ্ডুক্যশ্রুতিও ব্রহ্মকে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্য্যামী ইত্যাদি বলিয়াছেন।

তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামিরূপে তিনি প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছেন এবং ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে তিনি প্রতি জীবের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছেন। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ॥ শ্রুতি।

ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি। "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ শ্বেতশ্বেতর শ্রুতিঃ। ৬।৮॥" এই অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তিই প্রধান—অন্তরঙ্গা, চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি। অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড হইল তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তির কার্য্য। অনন্তকোটি জীব হইল তাঁহার তটস্থা জীবশক্তির বিকাশ। আর অনন্ত ভগদ্ধাম এবং তত্রত্য বস্তুসমূহ হইল তাঁহার চিচ্ছক্তির বিকাশ। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। স্বে মহিম্নি ইতি। শ্রুতি॥—সেই ভগবান্ কোথায় থাকেন? স্বীয় মহিমায়।" তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাসবিশেষই তাঁহার মহিমা। শ্রুতিতেই তাঁহার ধামের কথা দৃষ্ট হয়। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি সংবভূব দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।—অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ॥ ৩।৩।৩৬॥—ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যোপক্রমে ধৃত মুণ্ডকোপনিষদ্‌বাক্য (২।৭)॥" এই শ্রুতিবাক্যের "সংব্যোমপুরই" ভগবানের ধাম। উল্লিখিত "অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ॥"—এই বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে বলা হইয়াছে—

সেই ভগবদ্ধাম সংব্যোমপুরের সমস্ত বস্তুজাত ব্রহ্মাত্মক (বিশুদ্ধ চিৎ-স্বরূপ); দেখিতে কিন্তু এই পৃথিবীর বস্তু-সমূহের মতনই মনে হয়। "তত্রত্যং বস্তুজাতং সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকমপি পৃথিব্যাদি নির্ম্মিতবৎ স্ফুরতীত্যর্থঃ।" এক্ষণে বুঝা গেল, শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ কালের প্রভাবাধীন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়, কালাতীত অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহও ব্রহ্মই।

ব্রহ্ম রস-স্বরূপ। রসো বৈ সঃ॥ তাঁহাতে অনন্ত রস-বৈচিত্রী। সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ এবং সমস্ত রস-বৈচিত্রীরও পূর্ণতম বিকাশ যাঁহাতে, তাঁহাতে ব্রহ্মত্বের বা রসত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ। রসত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তিদ্বারা সর্ব্বাকর্ষক বলিয়া যে তাঁহাকে কৃষ্ণ বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার অনন্ত রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপই যে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ সমূহও যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই, তাহাই প্রতিপন্ন হইল। তিনি এক হইয়াও বহু। একোহপি সন্ যো বহুধাবভাতি। শ্রুতি।

"লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্।"—এই বেদান্তসূত্র হইতে জানা যায়, ব্রহ্মের বা শ্রীকৃষ্ণের লীলা (ক্রীড়া) আছে। একাকী লীলা হয় না; লীলার সহচর বা পরিকর আবশ্যক। ব্রহ্ম আত্মারাম, স্বরাট্, স্ব-স্বরূপশক্ত্যেকসহায়। তাঁহার স্বরূপ-শক্তিই অনাদিকাল হইতে তাঁহার লীলা-পরিকররূপে বিরাজিত। লীলা-পরিকরগণও স্বরূপতঃ ব্রহ্মই।

এইরূপে দেখা গেল, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই বলুন, কি প্রকৃতির অতীত ভগবদ্ধামাদিতেই বলুন, ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোথায়ও অপর কিছুই নাই। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

এক্ষণে বুঝা গেল, পরিদৃশ্যমান্ জগতের সঙ্গে এবং জগতিস্থ জীবনিচয়ের সঙ্গে এবং এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের অতীত যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তের সঙ্গেও ব্রহ্মের বা শ্রীকৃষ্ণের একটা নিত্য, অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ (সম্যক্‌রূপে বন্ধন) রহিয়াছে এবং এই সম্বন্ধটী হইল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

কিন্তু অনাদিবহির্ম্মুখ জীব এই সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া অনাদিকাল হইতেই মায়ামুগ্ধ হইয়া জন্ম-মরণাদির অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে। "সত্যং শিবং সুন্দরম্"—ব্রহ্ম তাঁহার শিবত্বের (মঙ্গলময়ত্বের), তাঁহার সুন্দরত্বের বিকাশে পরম-করুণ। মায়াবদ্ধ জীব তাঁহাকে ভুলিয়া আছে, কিন্তু তিনি জীবকে ভুলেন নাই। বহির্ম্মুখ জীবের আপনা হইতে কৃষ্ণস্মৃতি জাগ্রতও হইতে পারে না। "অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্। স্বতো ন সম্ভবেদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ॥ শ্রীভা, ১১।২২।১০॥" ভগবান্ কৃপা করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করিয়াছেন। "মায়াবদ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান। জীবের কৃপায় কৈল বেদপুরাণ॥ ২।২০।১০৭॥" শ্রুতি বলেন—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্‌বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণম্॥ মৈত্রেয়ী। ৬।৩২॥—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস (মহাভারত) ও পুরাণ—এসমস্ত সেই মহান্ ঈশ্বরের নিশ্বাসরূপে প্রকটিত হইয়াছে।" মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে ব্রহ্মের স্মৃতি জাগ্রত করাইয়া তাহাকে ভগবদুন্মুখ করাই এসমস্ত শাস্ত্র প্রকটনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যই হইলেন ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণই যে সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য, শ্রুতি-স্মৃতি আদি শাস্ত্রেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।—সমস্ত বেদ যাঁহাকে নমস্য, প্রাপ্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত সমস্ত তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, (তিনিই ব্রহ্ম)॥ কঠোপনিষৎ। ২।১৫॥ ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥ গোপাল-তাপনী॥—বেদান্তবেদ্য, জগদ্‌গুরু, বুদ্ধি-সাক্ষী, অক্লিষ্টকারী, সচ্চিদানন্দরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার করি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ গীতা। ১৫।১৫॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, আমিই সমস্ত বেদের বেদ্য (প্রতিপাদ্য), আমিই বেদান্ত প্রকট করিয়াছি, আমিই বেদের প্রকৃত অর্থবেত্তা।" বেদান্তের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম, তাহা বেদান্তের প্রথম সূত্রেই বলা হইয়াছে। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ১।১।১॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি দৃষ্ট হয়। "কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যোমদ্‌বেদ

কশ্চন ॥ মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতেহ্যহম্ ॥ ১১।২১।৪২-৩ ॥—(বৃহতী নামক বেদের ছন্দবিশেষ কর্ম্মকাণ্ডে) বিধিবাক্যদ্বারা কাহার বিধান করা হয়? (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যদ্বারা) কাহাকে প্রকাশ করা হয়? (জ্ঞানকাণ্ডে) কাহাকে অবলম্বন করিয়া বিকল্পনা (বা তর্কবিতর্ক) করা হয়? এসমস্ত বিষয়ে বৃহতীর (বেদের) তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানে না। (সেই বৃহতী কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে) আমাকেই বিধান করেন, (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্ররূপে) আমাকেই প্রকাশ করেন এবং (জ্ঞানকাণ্ডে) তর্কবিতর্কদ্বারা আমাকেই নিশ্চয় (প্রতিপন্ন) করেন।" পদ্মপুরাণ বলেন—"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমাস্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি। সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥ পাতালখণ্ড। ৯৩।২৬॥—সেই সেই আগম ও পুরাণাদি শাস্ত্র, (পুরাণাদির সম্যক্ বিচারে অসমর্থ) চরাচর-জগদ্‌বাসী লোকদিগকে বিশেষরূপে মোহিত করিবার নিমিত্ত কল্পকাল পর্য্যন্ত সেই সেই দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলে বলুক; কিন্তু রূঢ়িপ্রভৃতিবৃত্তিদ্বারা আগমাদি-শাস্ত্রের সম্যক্ বিচার করিলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেই সিদ্ধান্তানুসারে ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে নিশ্চিত হইবেন।"

এক্ষণে বুঝা গেল—বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যরূপেও ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব; অনন্ত-কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তারূপে এবং অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপে, অনন্ত-পরিকররূপে এবং অনন্ত-ভগবদ্ধামরূপেও শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব, এবং জীবের ও জগতের সহিত তাঁহার একটা নিত্য, অবিচ্ছেদ্য, অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ-তত্ত্ব। "সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ॥ ১।৭।১৩২॥"

কিন্তু এই সম্বন্ধের সার্থকতা কোথায়? আর ভগবান্ যে কৃপা করিয়া বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করিলেন, সেই কৃপারই বা সার্থকতা কোথায়?

কেহ বলিতে পারেন—ভগবানের প্রকটিত বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র মায়াবদ্ধ জীবের মায়ামুক্তির আনুকূল্য করিয়া থাকে। জীব যদি মায়ামুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলেই ভগবানের করুণাও সার্থক হয় এবং তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধও সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

কেবলমাত্র মায়ামুক্তি হইল মোক্ষ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যমুক্তি। ইহাতে চিরকালের জন্য সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যায় বলিয়া সাযুজ্যমুক্তিতে ভগবৎ-করুণা কিঞ্চিৎ সার্থকতা লাভ করে বলিয়া যদি মনে করা যায়, তাহা হইলেও ইহাতে করুণার সম্যক্ সার্থকতা নাই, সম্বন্ধেরও সম্যক্ সার্থতকা নাই। সম্বন্ধের সম্যক্ সার্থকতাতেই করুণারও সম্যক্ সার্থকতা।

যে দুইজনের মধ্যে কোনওরূপ সম্বন্ধ বা বন্ধন থাকে, তাহাদের উভয়েই সেই বন্ধনের সুখ বা দুঃখভোগ করিয়া থাকে। দুইজন লোককে যদি একই দড়িদ্বারা একসঙ্গে বাঁধা যায়, উভয়েই বেদনা অনুভব করিবে। দুই জনের মধ্যে যদি প্রীতির বন্ধন থাকে—যেমন মাতা ও সন্তান, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে—এই প্রীতির সুখ উভয়েই অনুভব করে। ব্রহ্ম বা ভগবান্ আনন্দ-স্বরূপ; জীবও চিদানন্দাত্মক; তাঁহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ বা বন্ধন, তাহাও হইবে আনন্দাত্মক বন্ধন বা আনন্দাত্মক সম্বন্ধই—ইহা হইবে সুখকর সম্বন্ধ, উভয়ের পক্ষে সুখকর। যাহার স্বরূপই সুখকর, তাহার সঙ্গে দুঃখের কোনও সংশ্রবই থাকিতে পারে না।

সাযুজ্য-মুক্তিতে জীব ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকে; জীব ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে বটে; কিন্তু তাহার মুক্তির ফলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কোনও আনন্দ অনুভব করেন না। সুতরাং সাযুজ্য-মুক্তিতে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ সম্যক্ সার্থকতা লাভ করে—একথা বলা যায় না।

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইল সেব্য-সেবক সম্বন্ধ (জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সাযুজ্যমুক্তিতে এই সম্বন্ধের জ্ঞানও বিকাশ লাভ করিতে পারেনা—একথা "জীবতত্ত্ব"-প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। যখন সম্বন্ধ-জ্ঞানের সম্যক্ বিকাশ হইবে, তখন ভগবৎ-সেবার জন্য জীবের বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিবে (পরবর্ত্তী "প্রয়োজন-তত্ত্ব" প্রবন্ধাংশ দ্রষ্টব্য) এবং তখন ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষের কৃপা লাভ করিয়া জীব ভগবৎ-পরিকররূপে তাঁহার সেবা

করার সৌভাগ্য লাভ করিবে। লীলা-পরিকররূপে লীলাতে ভগবানের সেবার স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই জীব ভগবানের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে এবং এই সেবার ব্যপদেশে পরিকরভুক্ত জীবের চিত্ত হইতে যে প্রীতিরসের উৎস প্রসারিত হইয়া থাকে, তাহা আস্বাদন করিয়া রস-স্বরূপ ভগবান্‌ও পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্তের প্রীতিরসের আস্বাদনে ভগবানের আনন্দ এত বেশী যে, তিনি স্বতন্ত্র স্বয়ং-ভগবান্ হইয়াও ভক্তের প্রেমবশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। (প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রবন্ধাংশ দ্রষ্টব্য)। ইহাতেই জীব-ব্রহ্মের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের পূর্ণতম সার্থকতা এবং ইহাতেই ভগবৎ-করুণারও পূর্ণতম বিকাশ এবং সার্থকতা।

ভগবানের মাধুর্য্য প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। ইহা কেবল অনুভববেদ্য। লীলাশুক বিল্বমঙ্গলঠাকুর এই মাধুর্য্য বর্ণন করিতে যাইয়া কেবল "মধুর মধুরই" বলিয়াছেন, তাঁহার বপু মধুর, তাঁহার বদন মধুর, তাঁহার মধুগন্ধি হাসি মধুর, মধুর, মধুর, মধুর—ইহাই বলিয়াছেন, আর কিছু বলিতে পারেন নাই। "মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ কর্ণামৃত।৯২॥" শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য বর্ণন করিতে যাইয়া ভাষার অভাবে কেবল আকুলি-বিকুলি মাত্রই যেন করিয়াছেন, মাধুর্য্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করিতে পারেন নাই। "সনাতন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু। মোর মন সান্নিপাতি, সব পীতে করে মতি, দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥ কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর, তাতে যেই মুখসুধাকর। মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, তার সেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর॥ মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হইতে সমধুর, তাহা হৈতে অতি সুমধুর। আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে, দশ-দিকে বহে যায় পুর॥ ২।২১।১১৫-১৭॥"

এমনই অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য। শ্রুতি ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ—সুতরাং পরম-মধুর, পরম-চিত্তাকর্ষকই—বলিয়াছেন। তাঁহার আনন্দ-স্বরূপত্বের, রস-স্বরূপত্বের চরমতম-বিকাশেই তাঁহার ব্রহ্মত্বেরও চরমতম বিকাশ। আনন্দস্বরূপত্বের, রস-স্বরূপত্বের চরম-তম বিকাশেই তাঁহার মাধুর্য্যেরও চরম-তম বিকাশ। মাধুর্য্যের চরম-তম বিকাশই তাঁহার পরব্রহ্মত্বের বা স্বয়ংভগবত্তার পরিচায়ক। তাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন "মাধুর্য্য ভগবত্তাসার।—ভগবত্তার বা ব্রহ্মত্বের সারই হইল মাধুর্য্য। ২।২১।৯২॥"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন নাই; কিন্তু ইহার প্রভাবের একটু দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ২।২১।৮৮॥" আবার "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। ২।২১।৮৬॥"

এতাদৃশ আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহর মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ অখিলরসামৃতবারিধি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব এবং পরিকররূপে জীবকর্ত্তৃক এই শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের চরমতম সার্থকতা। "এইত কহিল সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার॥ বেদশাস্ত্রে উপদেশে—কৃষ্ণ একসার॥ ২।২।২॥"

———